মেহেরপুরে মানবকল্যাণে নিজেকে মেলে ধরেছেন এম এ এস ইমন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এমএএস ইমনের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। তরুণ রাজনীতিক এম এ এস ইমন সমাজের গরীব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা দেওয়ায় তিনি এখন মানুষের মুখে মুখে।

জনপ্রিয় এই রাজনীতিক নিজস্ব অর্থায়নে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে টিউবওয়েল ও হতদরিদ্র নারীদের মাঝে সেলাই মেসিন বিতরণ করেছেন। এলাকার অসহায় গরিবদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজের অর্থায়নের তাদেরকে এসব বরাদ্দ দেন।

এম এ এস ইমন বলেন গরিবের মুখে হাসি ফুটলেই আমার আনন্দ। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যারা অসহায় দরিদ্র রয়েছে যাদের কেনার মতো কোনো সামর্থ নেই এসব পরিবারের মাঝে নিজ অর্থায়ন এসব বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃত সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী আরিফা খাতুন বলেন, আমার মত অসহায় দারিদ্রপিড়ীত মানুষকে ইমন ভাই একটা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছেন। আমি এখন সেলাই মেশিন থেকেই আমার পরিবারের ভরণ পোষণ করছি। আল্লাহ যেনো তার মনের আশা পুরুণ করেন।

আমঝুপি গ্রামের মৃত মুশিরুল ইসলামের স্ত্রী কাজল রেখা, মেহেরপুর শেখপাড়া এলাকার সাইফ হোসেনের স্ত্রী সায়লা খাতুন বলেন, আমার পরিবারের আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পেতে ইমন ভাই আমাদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন। আমরা এখন সাবলম্বি হয়েছি সেলাই মেশিন পেয়ে।

রামদাসপুর গ্রামের তাহাজ উদ্দীন ও কুলবাড়িয়া গ্রামের সাহার আলী বলেন, আমাদের মহল্লার মানুষের সুবিধার্থে সুপিয় পানির ব্যবস্থা করতে ইমন ভাই টিউবওয়েল বসিয়েছেন। আমরা এখন বিশুদ্ধ পানি পান করছি। ইমন ভাইয়ের সাফল্য কামনা করছি। তারা বলেন আমরা খুবই আনন্দিত এমন একজন জনদরদি মানুষ পেয়ে।

মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার রেহেনা খাতুন ও নার্গিস খাতুন বলেন, এধরণের জনদরদী মানুষ এই সমাজে দরকার। ইমন ভাই আমাদের প্রতিনিয়ত খবর নিচ্ছেন। অন্যান্য সময়েও আমাদেরকে পাশে থেকে সবসময়

খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। এমন রাজনীতিক নেতা আমাদের দরকার। আমরা কোন কিছুর জন্য তার কাছে গেলে কোন কিছুতেই সে আমাদেরকে নিরাস করে না। নিজের অর্থ খরচ করে হলেও আমাদের পাশে দাঁড়ায়।

এব্যাপারে এমএএস ইমন বলেন, একজন মানুষ হিসেবেই অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমি চাই আমাদের সমাজে যারা বিত্তবান রয়েছে তারা যেনো অসাহায়, দিন মজুর মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের কল্যাণ করেন। এদিকে এমএএস ইমন, সরকারের সাফল্য মানুষের কাছে পৌছে দিতে প্রতিনিয়ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আনার জন্য বর্তমান সরকারের উন্নয়নচিত্র তুলে ধরে বুকলেট বিতরণ করেন।

গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ শনিবার (৬ মে) সকাল সাড়ে ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে ভবনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নজরুল ইসলাম। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মুকবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন বীর মুক্তি যোদ্ধা আশরাফ মাস্টার, মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশেম, মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা জামাত আলী, মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা হযরত আলীসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ইউনিটের বীর মুক্তিযোদ্ধা গণ।

মতবিনিময় সভা সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান।

ছুটির দিনে পরীক্ষা নিলেন গাংনীর কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সরকারি আদেশ বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়ে ছুটির দিনে পরীক্ষা নিলেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজ, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিদ্যালয়।

সরকারি ছুটির দিনে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেনীর পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এতে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানালেন, প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ছুটির দিনে পরীক্ষা নিচ্ছেন। এটা আমাদের ইচ্ছার বাইরে। শিক্ষকরাও বিষয়টি নিয়ে বেশ ক্ষিপ্ত। তারা জানান, ছুটির দিন নিজের পরিবারকে একটু সময় দেবো। অথচ, প্রধান শিক্ষক একই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন।

এব্যাপারে গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন বলেন, রমজান মাসে দীর্ঘ একটি ছুটি ছিল। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হওয়াতে ছুটির সংখ্যা আরো বেড়েছে। তাই পরীক্ষা নিয়ে সময়টা বাচানো হচ্ছে।
এব্যারে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালোর জন্য এটা হয়তো বা নিচ্ছেন। কিন্তু সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ছুটির দিনে পরীক্ষা নেওয়ার কোনো নিয়ম নেই।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে পুরাতন মামলায় ৩ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন, মেহেরপুর সদর থানা ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার সকাল থেকে আজ শনিবার (৫ মে) ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন পুলিশ। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আসামিদের আজ শনিবার সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্বামীর পুরষাঙ্গ ছিড়ে দিলেন স্ত্রী

পান থেকে চুন খসলেই স্ত্রীকে পেটান কৃষক আব্দুল মালেক। মায়ের কথা শুনে বউ পেটানোর অপরাধে আগের ৩ বউ তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। চতুর্থ বারের মত গার্মেন্টস কর্মী রিয়া খাতুনকে বিয়ে করেন ২ বছর আগে। এখন ঘরে একটি সন্তান। মায়ের কথা শুনে প্রায়ই রিয়ার উপর অকথ্য নির্যাতন চালান আব্দুল মালেক।

প্রতিদিনের ন্যায় আজ শুক্রবার দুপুরে রিয়া খাতুনকে তার স্বামী আব্দুল মালেক ও শাশুড়ি ঝাড়ু দিয়ে পেটাতে থাকেন। এক পর্যায়ে আত্ম রক্ষার্থে রিয়া খাতুন তার স্বামী আব্দুল মালেকের লিঙ্গ ধরে স্বজোরে টান দেন। এতে স্বামীর পুরুষাঙ্গ উপড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক

আবীর হাসান বলেন, আব্দুল মালেকের পুরুষাঙ্গ ভিতর থেকে বের হয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। তার পুরুষাঙ্গ ৪ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাকে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

আহত আব্দুল মালেক বলেন, ঘরে একটি মুরগী মলত্যাগ করেছে। এটি আমার মা স্ত্রীকে বললে সে ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। আমি তাকে নিষেধ করাই আমাকেও গালাগাল শুরু করে। আমি তাকে ঝাড়ু দিয়ে একটি কোপ দেওয়ায় আমার লিঙ্গ ধরে সে টানাটানি শুরু করে।

এদিকে রিয়া খাতুন অভিযোগ করেন আমার স্বামী তার মায়ের কথা শুনে আমার উপর প্রায় নির্যাতন করে আসছিল। আজকে আমার শাশুড়ি ছেলেকে উস্কে দিলে আমাকে মারপিট শুরু করে। নিজের আত্মরক্ষার্থে তার লিঙ্গ ধরে টান মেরে আমি প্রানে বেঁচেছি।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এঘটনায় স্ত্রী রিয়া খাতুনকে তার বাড়ি থেকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আইনগত বিষয় এখন প্রক্রিয়াধীন।

মেহেরপুরে মৌমাছির চাকে ঈগল পাখির থাবা, মুসল্লিদের উপর আক্রমন

মরদেহ দাফনের উদ্যোশ্যে ঈদগাহ ময়দানে নিয়ে দাড়াতেই ঈগল পাখি একটি মৌমাছির চাকে থাবা মারে। এসময় মৌমাছির দল জানাযাতে দাড়ানো মুসল্লির উপর আক্রমন চালাতেই আহত হন কমপক্ষে ১২ জন মুসল্লি।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে বুড়িপোতা ঈদগাহ মাঠে মৌমাছির কামড়ের এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে

চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

বুড়িপোতা গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য শরিফ উদ্দিন জানান, বুড়িপোতা গ্রামের আবু জাফরের স্ত্রীর জানাজা করার লক্ষ মরদেহ নিয়ে ঈদগাহ মাঠে উপস্থিত হন। এ সময় ঈগল পাখি ঈদগাহ মাঠের পাশে একটি গাছে মৌমাছির চাকে আঘাত করলে মৌমাছির দল ঈদগাহ মাঠে জানাজায় অংশ নিতে আসা মানুষের উপর আক্রমণ করে। মৌমাছির আক্রমণে বুড়িপোতা গ্রামের কমপক্ষে ১২ জন গুরুতর আহত হন।

আহতদের মধ্যে বুড়িপোতা গ্রামের মিন্টুর ছেলে শাকিব, নাসির উদ্দিনের ছেলে মনিরুল, ফরমানের ছেলে শফিউদ্দিন, ইমাস উদ্দিনের ছেলে মমতাজ, রবিউল, মিনারকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

মেহেরপুরে ভৈরব নদে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর ভৈরব নদে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের অপরাধে মো: ইলিয়াছ হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ মে) দুপুর ৩ টার দিকে সদর উপজেলার ইসলামপুর খালের মাঠ নামক স্থানে ভৈরব নদের মাটি অবৈধভাবে উত্তোলন করার সময় এই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের ইসলামপুর খালের মাঠে ইট প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভৈরব নদের মাটি উত্তোলন করছে এমন সংবাদে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন,

২০১৩ এর ৫(২) ধারা লংঘনের দায়ে ১৫(১)(খ) ধারা অনুসারে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদায় করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাকালে পানি উন্নয়ন বোর্ড, মেহেরপুর ও সদর থানা পুলিশ সহযোগিতা করেন।

ইলিয়াছ হোসেন সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মৃত মহাসীন বিশ্বাসের ছেলে।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ উপজেলা ও পৌর শাখার কমিটি গঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের কমিটি গঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ই মে) সকাল সাড়ে দশটার দিকে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুরের জেলা শাখা সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো: রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান।

অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামকে সভাপতি ও আলহাজ্ব শফি কামাল পলাশকে সাধারণ সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ গাংনী উপজেলা শাখা এবং আ.লীগ নেতা একরামুল হককে সভাপতি ও সাংবাদিক নুরুজ্জামান পাভেলকে সাধারণ সম্পাদক করে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ গাংনী পৌর শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের তিন থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৯ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গতকাল বুধবার (৩ মে) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি রয়েছে। এরা সবাই আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলা ও নিয়মিত মামলার আসামি।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিম টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৪ মে) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পল্লী কর্ম সহায়ক

ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মৎস্য চাষে বিপ্লব

মেহেরপুরে মৎস্য চাষীদের নিরাপদ মাছ চাষ, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও আর্থিকভাবে লাভবান করে বিপ্লব ঘটিয়েছে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ)। পুকুর ও পুকুর পাড়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে মাছ চাষ ও সবজি উৎপাদন করতে জেলার শতাধিক মৎস্য চাষিকে আর্থিক সহায়তা,কারিগরি প্রশিক্ষণসহ নানামুখি সহায়তা দিচ্ছে পিকেএসএফ-নামের এই প্রতিষ্ঠানটি। আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় পিএসকেএস মৎস্য খাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় রীতিমতো মৎস্য বিপ্লব ঘটেছে। স্বল্প খরচে অধিক লাভজনক হওয়ায় সাধারণ চাষ পদ্ধতির চেয়ে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ চাষে মৎস্য চাষীদেরর আগ্রহ বাড়ছে, অন্যদিকে সাবলম্বী হচ্ছেন অনেক উপকারভোগীরা ।

স্বল্প সময়ে বড় মাছ উৎপাদন হওয়ায় বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন অনেকেই। এ পদ্ধতির ব্যপকতা তৈরীতে চাষীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্য খাত। কার্যক্রমটি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করছে মেহেরপুর জেলার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) নামক একটি বেসরকারি সংস্থা।

জানা গেছে, সারা দেশে সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্য খাতের বিপ্লব ঘটাতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে একটি কার্যক্রম চালু করে। মেহেরপুর অঞ্চলে কার্যক্রম(প্রোগ্রাম) বাস্তবায়ন করছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)। এরই আওতায় মেহেরপুর জেলায় মৎস্য চাষীদের মাধ্যমে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ মোটাতাজাকরণের ১৩০ টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সুফলভোগীদের মাঝে মাছ চাষের সব উপকরণ বিতরণের পাশাপাশি মৎস্য চাষীদের মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস, মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র বাস্তবায়ন, মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন সহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের মৎস্য চাষী কিবরিয়া জানান, ছোট মাছ বিক্রি করে আগে যে পরিমাণ টাকা আয় হতো তাতে আমার লোকসান

হতো। পরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির কারিগরি কর্মকর্তার পরামর্শে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ মোটাতাজাকরণ শুরু করি। এর জন্য আমাকে পোনা সহায়তা দিয়েছে এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়েছে। সব সময় পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করছে। আমার পুকুরে ৩ থেকে ৪ কেজি ওজনের মাছ রয়েছে। ৫০ শতাংশ পুকুরে এ বছর দেড় থেকে ২ লাখ টাকার মাছ বিক্রি হবে বলেও জানান এই মৎস্য চাষী।

সুফলভোগী মৎস্য চাষী ওবাইদুর রহমান জানান, বাজারে সব সময়ই বড় মাছের চাহিদা অনেকাংশে বেশি। ফলে দামও ভাল। আমার এক বিঘা পুকুরে বড় মাছ তৈরী করেছি। ২ কেজির নিচের ওজনের মাছ বিক্রি করলে দাম কম হয়। তাই ৩ থেকে ৪ কেজি ওজনের মাছ বিক্রি করি ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত।

জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৎস্য চাষী হাসান ও নাহিদ জানান, আধা কেজি ওজনের মাছের মূল্য ১৩০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। এই ওজনের মাছ মোটাতাজা করে বিক্রি করা হলে অনেক ভাল দাম পাওয়া যাচ্ছে। এতে দাম ভাল পাওয়ার পাশাপাশি পুকুরে খাবারও কম লাগে। বড় মাছের প্রয়োজন হলেই এলাকার বিভিন্ন মানুষ আমাদের সাথে মাছ কিনে নিয়ে তাদের বড় মাছের চাহিদা পূরণ করেন।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মৎস্য কর্মকর্তা সাঈদ-উর-রহমান জানান, গতানুগতিক মাছ চাষের পরিবর্তে আমরা আদর্শ মৎস্য চাষের পরামর্শ দিয়ে থাকি । কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে আধা কেজি ওজনের কার্প জাতীয় মাছ পুকুরে পরিমিত ঘনত্বে মজুদ করে এবং নিয়মিত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ করে দেড় বছরে পাঁচ কেজি থেকে ছয় কেজি ওজনের মাছ উৎপাদন করাই কার্প ফ্যাটেনিং বা মাছ মোটাতাজাকরণ । বাজারে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমন কার্প প্রভৃতি মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই জাতীয় মাছ দ্রত বড় হয়, রোগাক্রান্ত কম হয়, খাদ্য ও জায়গার জন্য একে অপরের প্রতিযোগী নয়, পানির সব স্তর থেকে প্রাকৃতিক খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। তাই পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকে এবং এসব মাছ খেতেও সুস্বাদু।

কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তিতে সাধারণত বড় আকারের যেমন ৪০০ থেকে ৬০০ গ্রাম ওজনের কার্প জাতীয় মাছ পুকুরে মজুদ করা হয়। এতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে নয় থেকে দশ মাসেই মাছ বাজারজাত করা হয়, যা মেহেরপুর জেলার মৎস্য চাষীদের কাছে ছিল অকল্পনীয় । কার্প ফ্যাটেনিং প্রযুক্তির পাশাপাশি

প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ মহিলাদের সম্পৃক্ত করে ছোট আকারের জলাশয়ে শিং, মাগুর, গুলশা মাছ চাষ বৃদ্ধির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থাটি। বর্তমান বাজারে ছোট মাছের পাশাপাশি বড় মাছের চাহিদা ও মূল্য অনেক বেশি। জেলায় বড় মাছের চাহিদা পূরণ করে বাইরের জেলাতে মাছ বিক্রি শুরু করেছেন চাষীরা। এতে অধিক মুনাফা আয় করে সাবলম্বী হচ্ছেন অনেকেই।

কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে পুকুরে পাতলা করে মাছ চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিঘা প্রতি ১২০ থেকে ১৫০টি রুই মাছ, কাতলা ৪০টি, মৃগেল ৭০ টি, কমন কার্প ৩০ টি ও সিলভার কার্প ২০টি করে চাষ করা হয়। সাধারণভাবে যে পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হয় এর তুলনায় এ পদ্ধতিতে পাঁচ-ছয় গুণ বেশি মাছ উৎপাদন করা হয়।

কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে বছর শেষে বিঘা প্রতি ১০০০-১২০০ কেজি মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়। মাছ বড় হওয়ার কারণে এসব মাছ প্রতি কেজি ৩০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা দরে বিক্রয় হয়ে থাকে। এতে বিঘা প্রতি দেড় থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত মাছ বিক্রয় করা সম্ভব হয়। মৎস্য চাষীরা ছোট মাছ উৎপাদন করে বিঘা প্রতি এক বছরে ৫০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকার মাছ বিক্রয় করতে পারেন। কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদন করে দুই থেকে তিন গুণ বেশি লাভ করা সম্ভব হচ্ছে।

জেলা মৎস্য অফিস সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা মৎস্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জেলা। জেলায় ছোট বড় ৯০৬৫ জন মৎস্য চাষী রয়েছে। এ সকল মৎস্য চাষী প্রতি বছর ১৩ হাজার ৫৯০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করে। জেলায় মাছের চাহিদা রয়েছে ১৩ হাজার ৯৯৫ মেট্রিক টন। জেলায় পুকুর রয়েছে ৫ হাজার ৩৬৫ টি। এর মধ্যে শুধু গাংনী উপজেলাতেই পুকুর রয়েছে ৩ হাজার ৭১৩টি। মৎস্য চাষী রয়েছে ৪০০০ অধিক। উপজেলায় ৬ হাজার ২২১ মেট্রিক টন মাছ শুধুমাত্র গাংনী উপজেলাতেই উৎপাদন হয়ে থাকে। এ উৎপাদনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক সহায়তা প্রকল্প বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পিএসকেএস-এর পরিচালক (কর্মসূচি) মোহাঃ কামরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ । এদেশের জনগনের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষক বা খামারির দক্ষতা উন্নয়নে পিএসকেএস পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় কৃষি, মৎস্য ও

প্রণিসম্পদ খাতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে । এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে আমাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । আমরা সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছি ।

মেহেরপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান জানান, জেলায় চাহিদা ও উৎপাদন মোটামুটি সমান সমান। বাইরের জেলা থেকে মাছের প্রত্যাশা করে না। কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মাছ মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের আওতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থ দিয়ে জেলার মৎস্য চাষিদের সহায়তা করে আসছে। অনেক মৎস্য চাষী পিকেএসএফ এর প্রণোদনা পেয়ে মাছ মোটাতাজাকরণ করে লাভবান হচ্ছে। সরকারি সহায়তার পাশাপাশি সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলোও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে নানা কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে । দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিও গুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও জানান তিনি ।